প্রশান্তির বাঁধন

উস্তাদ আলী হাম্মুদা

পথিক প্রকাশন

প্রশান্তির বাঁধন

উস্তাদ আলী হাম্মুদা

অনুবাদ
বায়েজীদ বোস্তামী

নিরীক্ষণ
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

প্রশান্তির বাঁধন

উস্তাদ আলী হাম্মুদা

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০

www.facebook.com/pothikprokashon

Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২২ ইং

২১ শে বইমেলা পরিবেশক : প্রিতম প্রকাশ

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

pothikshop.com

hoqueshop.com

islamicboighor.com

bookriver.com

ruhamashop.com

raiyaanshop.com

মূল্য: ৪০০/-

উৎসর্গ

প্রিয় **হাফেজ মাওলানা কাওসার হাসান হাফিজাহুল্লাহ**-কে। একটা বীজ অঙ্কুরিত হয়ে শস্যদানা ফলানোতে সৃষ্টিকর্তার পরেই কৃষকের যেমন অবদান, আমার ভেতরে ঈমানের আলো পুনরুদ্দীপ্ত করতে আমার রবের পরে তারও একই কৃতিত্ব বিদ্যমান।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

বিবাহের প্রকৃত অর্থ ১৭

ক. বিবাহের সম্পর্কে তাওহিদের নিদর্শন ১৮

খ. বিবাহের সম্পর্কে সুন্নাহর প্রতিফলন ২০

গ. বিবাহের সম্পর্কে আত্মার পরিশুদ্ধতা ২২

১. বিবাহ নবি-রাসুলগণের আদর্শ ২৪

২. বিবাহ যখন পরিচ্ছদ ২৪

৩. বিবাহের সম্পর্কে আল্লাহর নিদর্শন ২৬

৪. বৈবাহিক কষ্টে মানুষ সবচাইতে অধিক ব্যথিত হয় ২৮

৫. বিবাহের মূল অর্থ ‘প্রশান্তি’ ২৮

৬. ভালোবাসা এবং দয়ার পার্থক্য ৩৩

৭. শয়তানের সবচাইতে বড় সন্তুষ্টি ৩৪

বিবাহের প্রতি অনীহা ও তার প্রতিকার ৩৮

ক. অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি ৩৮

খ. বিবাহের প্রতি উদাসীনতা ৪০

১. শিক্ষা ও যথাযথ প্রতিপালনের অভাব ৪১

২. অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা বা বিফলতা ৪২

৩. ভিন্ন মতাদর্শ এবং তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ৪৩

৪. বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যঙ্গ বা উপহাস ৪৫

৫. তুলনা করা ৫১

বিবাহের সূচনা ও গুরুত্বহীনতার সমাধান ৫৪
ক. বিবাহের সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়া ৫৪
খ. দ্বীন এবং চরিত্রের প্রাধান্য ৫৫
গ. পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাচাই.. ৫৮
ঘ. প্রকৃত দ্বীনদার নির্বাচন ৬০
ঙ. ভালোবাসা এবং দয়ার বিশ্লেষণ.. ৬৫

সুখী দাম্পত্যের সমাধান.. ৬৯
ক. প্রশান্তিময় দাম্পত্যের চিত্র ৬৯
খ. অবৈধ সম্পর্কের আধিপত্য.. ৭৮
গ. অনুভূতি ক্ষয়ে যাওয়া.. ৮০
১. আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসা ৮১
২. উপহার প্রদান ৮২
৩. সময় দেয়া.. ৮৪
৪. একে অপরের জন্য প্রশান্তি.. ৯০
৫. স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা ৯৭
৬. স্ত্রীকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া ১০০
৭. সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম.. ১০৩
৮. সুখগুলো গোপন করো ১০৪

আদর্শ পুরুষের গুণাবলী ১০৭
ক. পুরুষত্বের সংজ্ঞা.. ১০৮
খ. প্রকৃত পুরুষদের আবাসস্থল.. ১১১
গ. আদর্শ পুরুষের গুণাবলী.. ১১৪
১. আল্লাহর পথে অবিচল থাকে.. ১১৪
২. নিজের আখিরাতের প্রতি সজাগ থাকে.. ১১৬
৩. সবার আখিরাতের বিষয়ে চিন্তিত থাকে.. ১১৭

হারাম উপার্জনে ব্যর্থ জীবন..১২০
১. অন্তরের মৃত্যু..১২৫
২. দুআর দরজা বন্ধ..১২৭
৩. দান-সদকা নিষ্ফল হওয়া..১২৮
৪. সকল ইবাদত মূল্যহীন..১২৯
৫. বরকত উঠে যাওয়া..১৩০
৬. হালালের দরজা বন্ধ..১৩১
৭. কবরের ভয়ানক শাস্তি..১৩৩

আদর্শ সন্তানের প্রতিপালন রীতি..১৩৫
১. উত্তম স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন..১৪২
২. পিতামাতার দ্বীনদারি এবং আল্লাহভীতি..১৪৮
৩. সংগমের সময় দুআ পড়া..১৫১
৪. সন্তান ধারণের সময়কার দুআ..১৫১
৫. জন্মের সাথেই তাওহিদের আজান..১৫৫
৬. সুন্দর নাম ঠিক করা..১৫৭
৭. বয়ঃপ্রাপ্তিতে দ্বীনের অভ্যাস..১৫৮

বিনয়ের ডানায় পিতা-মাতা..১৬১
তাওবা : প্রশান্তির নতুন সূচনা..১৭৩
১. নিজের পাপকে তুচ্ছ মনে করা..১৭৫
২. ক্ষমার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হওয়া..১৭৮
৩. আমলের স্বল্পতার আশঙ্কা..১৮১
৪. পারিবারিক এবং সামাজিক চাপ..১৮৩
৫. পরিবর্তনে বাধাগ্রস্ত হওয়া..১৮৭
৬. নিজের পাপের প্রতি লজ্জাবোধ..১৯১
৭. তাওবা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া..১৯৩

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহিমান্বিত রাব্বুল আলামিনের, যিনি তার মাখলুক হিসেবে এই অধমকে কবুল করেছেন। অসীম শূণ্যতার বেদনামাখা দুরুদ ও সালাম সেই রহমতের নবির প্রতি, যার আনীত দ্বীন আর অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা এখনো জগতে এই উম্মতের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে।

সাধারণত আলাদা আলাদা দুটো রশিকে জুড়ে দেয়ার পদ্ধতিকে বাঁধন বলা হয়ে থাকে। যা ক্ষয়ে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত রশি দুটোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত রাখে।

পৃথিবীতে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে বাঁচতে পারে না, তার নিজেকে পূর্ণ করতে সঙ্গী প্রয়োজন হয়। সম্পর্কের সুতোয় বেঁধে নারী-পুরুষের সঙ্গী গ্রহণের একমাত্র বৈধ পন্থা হলো—বিবাহ। যা সকল সমাজ, রাষ্ট্র, গোত্র কিংবা ধর্মের নিকট পবিত্র সম্বন্ধ বলে বিবেচিত। একজন নারী-পুরুষ এই সম্পর্কের তরীতে উঠেই প্রেমের বৈঠা বাইতে বাইতে ইহকালের স্বল্প সময়ের সীমানা পেরিয়ে পরকালের অনন্ত জীবন পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে চিরস্থায়ী সংযুক্তির ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ খুবই কম। কেননা মানুষের জীবন তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের ঠিকানা হারিয়ে মরুভূমির অচেনা পথিকের মতো মরীচিকার মাঝে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। জীবনকেন্দ্রিক বিষয়ের প্রতি তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। তারা শুধু নিজেকেই ভালোবাসে, নিজের চাহিদা মেটায় আর নিজের সখ পূরণ করে। প্রবৃত্তির দাসত্ব করা ব্যক্তিরা তাই নিজের সাথে অন্য কোনো মানুষকে পুরোপুরি বাঁধতে চায়না। তারা শুধু চায়, সম্পর্কের নামে একটা সুতোবাঁধা বেলুন। যাকে ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি উড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো যায়, সাধ মিটে যাবার পর বাঁধন খুলে চিরতরে মুক্ত করে দেয়া যায়।

দুটো মানুষের বাহ্যিক অঙ্গের মিলনের মতই আত্মিকভাবে তাদের মিলিত করতে মানুষের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলা অন্তরের অনুভূতির এক বিশেষ উপাদান সৃষ্টি করেছেন। যার নাম হলো প্রেম, ভালোবাসা। অনুভূতি তো নানান রকম হয়, তবে যে অনুভুতি দুটো হৃদয়কে বেঁধে লবণ-পানির দ্রবণের মতো পরস্পরের মাঝে মিলিয়ে দেয়, তাই প্রেম।

প্রশান্তির বাঁধন

সম্পর্কের উত্থান-পতনের কালে কখনো যদি স্বামী-স্ত্রীর বাঁধনে পুরুত্ব কমে যায় অথবা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে শরীরের ক্ষত স্থানের কোষের ন্যায় মানুষের মাঝে পুণরায় স্নেহ ভালোবাসা সঞ্চারিত করে তাদের হৃদয়ের মিলন ঘটাতেই প্রেমের অনুভূতির সৃষ্টি।

বর্তমান সময়ে এ পৃথিবীতে বিবাহকেন্দ্রিক হাজারো সমস্যা বিদ্যমান। ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীবাদ, গণমাধ্যম, অশ্লীলতাসহ যুক্তি তর্কের সমন্বয়ে অবৈধতা প্রতিষ্ঠার হাজারো প্রকার মায়াজাল এখানে। তবে ভাববার বিষয় হলো, নিয়মিত বিবাহ থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারলেও প্রেমের অনুভূতি থেকে কেউই নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। কোনো না কোনোভাবে বৈধ হউক কিংবা অবৈধ পন্থা, সে প্রেমের অনুভূতির স্বাদ গ্রহণে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে।

এই পৃথিবীর সূচনালগ্নে মানুষের সৃষ্টিকর্তা আদি পিতা 'আদম' অন্তরের শূন্যতা পূরণের'হাওয়া' নামক যে প্রেম সৃষ্টি করেছিলেন, তা পৃথিবীর সমাপ্তি পর্যন্ত তার সন্তানদের মাঝেও চলতে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। একারণেই তো মানুষ ধর্ম-বর্ণ আর বৈধতা-অবৈধতার তোয়াক্কা না করেই প্রেমের সমুদ্রে ডুবতে চায়, প্রেমের অনুভূতি দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণতা দিতে চায়। তাই বৈবাহিক সম্পর্কের ভঙ্গুরতার জন্য ভিন্ন মতাদর্শ আর গণমাধ্যমের প্রচারকেই পুরোপুরি দোষারোপ করা উচিত নয়। কেননা মূল সমস্যার বীজ আমাদের নিজেদের ভেতরেই গেঁথে আছে।

আমাদের সমাজে কাল্পনিক আর অবৈধ প্রেমের প্রতি আজকে মানুষের যতটা আস্থা, স্বয়ং স্রষ্টা থেকে অন্তরে প্রেরিত বৈধ প্রেমের প্রতি ততটাই উদাসীনতা। কিন্তু কাল্পনিকতা ছাড়িয়ে সেই সম্পর্কগুলো বাস্তব জীবনে খুব কমই যে পূর্ণতা পায়, তা আমাদের অজানা নয়। প্রেম সত্য হলেও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ নিষিদ্ধ আবেগ মানুষের অন্তরকে বিষাক্ত করে দেয়। পাপের প্রভাবে অন্তর কলুষিত হয়, এটাই যে অন্তরের জন্য সৃষ্ট নিয়ম। অবৈধ প্রেম মূলত একটা ধারালো ছুরির মতো, যার প্রতিটা কথা, প্রতিটা স্পর্শ আর আচরণ মানুষের হৃদয়কে কাটতে থাকে আর যন্ত্রণার ক্ষত এঁকে দেয়। এরপর তা সময়ের সাথে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হৃদয়কেও টুকরো টুকরো করে অসীম যন্ত্রণায় ডুবিয়ে রাখে। তবে অবৈধ অনুভূতির আসক্তি তৈরি করা অন্তরের সেই পরিবর্তনটা 'ডোপামিন আর অ্যাড্রিনালিনের' উন্মাদনা ছাড়া কিছুই নয়।

প্রেম থেকে অন্তরে অনুভূতি তৈরি হলেও আমাদের ভুলিয়ে দেয়া বাস্তবতা হলো—প্রেম মহান আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এক অনুভূতি। আর আল্লাহর সৃষ্ট অনুভূতিকে তার নিয়ম ব্যতীত শয়তানের নিয়মে অনুভব করতে চাইলে প্রেমের

প্রকৃত সুখ বিন্দু পরিমাণও অনুভব করার শক্তি আল্লাহ অন্তরে দিবেন না, তা উপলব্ধি করা কঠিন কিছু নয়।

আল্লাহ তার সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকটা বিষয়ের একেকটা গুণাগুণ দিয়েছেন এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার কিছু পন্থাও বলে দিয়েছেন। যেমন—আগুনের ধর্ম বা গুণ হলো পোড়ানো, আর প্রেমের ধর্ম হলো মানুষের অন্তরে সুখের অনুভূতি তৈরি। কিন্তু একটা বিষয়ের থেকে উপকৃত হতে শুধুমাত্র তার গুণাবলি যথেষ্ট নয়, তা প্রয়োগের যথাযথ পদ্ধতি বা রীতিনীতি প্রয়োজন। আগুনের সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি না জানলে তার স্বল্পতা যেমন অনর্থক তেমনিভাবে মাত্রাতিরিক্ত আগুনও মানুষকে পুড়িয়ে দিতে পারে। একইভাবে প্রেমের সঠিক প্রয়োগ না জানার ফলে কিছুক্ষেত্রে তার স্বল্পতা অথবা আধিক্য মানুষকে যন্ত্রণাগ্রস্ত করে দেয়। তাইতো মহান আল্লাহ পৃথিবীর শুরু থেকেই নারী-পুরুষের মধ্যকার সার্বিক ভারসাম্য রক্ষার সাথে সাথে তাদের অনুভূতি প্রকাশের যথাযথ মাধ্যম হিসেবে বৈবাহিক সম্বন্ধকেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

বিবাহ মানুষের অন্তরে কেবল প্রেমের সুখময় অনুভূতিই সৃষ্টি করেনা বরং বৈধতার প্রেম থেকে সুখের সর্বোচ্চ স্তর 'প্রশান্তি' লাভ করা সম্ভব হয়। যা জগতের অন্য কোনো সম্পর্কের মাঝে নেই।

আমরা পৃথিবীতে যে সুখের আশায় ছুটে বেড়াই তা কেবল আমাদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম, সুখী করতে নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, 'ঘরের কোণে অবহেলায় যত্নহীন পড়ে থাকা মানুষটার মাঝে অথবা বাহ্যিক পৃথিবীর ধরপাকড় সহ্য করে জীবনকে সহজ করে তোলা মানুষটার ভেতরেই যে আমাদের প্রকৃত প্রশান্তি লুকায়িত' তা হতে আমরা বেখবর।

আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের সুখের সর্বোচ্চ স্তরের বর্ণনা দিয়ে কুরআনে বলেছেন, 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও।' [সুরা রুম : ২১]

এরপরে কুরআনের অন্য আরেক আয়াতে বান্দার অন্তরে মহান রবের ভালোবাসার সুখের চিত্র তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

'জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।' [সুরা রাদ : ২৮]

একারণে বিবাহ মানুষকে কেবল প্রেম উপহার দেয় না, বরং মানুষ চাইলে এর মাধ্যমে সুখের সর্বোচ্চ স্তরেও ভ্রমণ করতে পারে। কিন্তু এসব নিয়ে ভাববার কি আমাদের কারো সময় আছে? আমাদের নিকট নির্দিষ্ট সময় পর চাহিদা পূরণের স্বার্থে সামাজিক রীতিতে নারী পুরুষের মিলিত হওয়া ছাড়া 'বিবাহ' আর বিশেষ কিছু নয়। অথচ বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বর্ণিত আয়াতের দিকে লক্ষ করলে ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

> 'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে জাতির জন্য, যারা চিন্তা করে।' **[**সুরা রুম : ২১**]**

নারী পুরুষের বৈধ সম্পর্কের প্রশান্তির বর্ণনা দেয়া শেষে তিনি বলেন, 'নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে জাতির জন্য, যারা চিন্তা করে।' আরেকবার লক্ষ করুন তো, নিদর্শন কাদের জন্য বলা হয়েছে? 'যারা চিন্তা করে।' 'বিবাহ' সম্পর্কে চিন্তার বিশেষ কি এমন রয়েছে, যা আমাদের ভাবনা থেকে হারিয়ে গেছে প্রায়।

যেখানে আকাশ আর জমিনের স্রষ্টা বৈবাহিক সম্পর্ককে তার নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেখানে আমাদের চিন্তাশীলরা সে বিষয়টা নিজ ভাবনাতে স্থান দিতেও আগ্রহী নন। অশ্লীলতাপূর্ণ নিষিদ্ধ সম্পর্ক যখন আমাদের সমাজের আদর্শ আর ভাবনার মূল চরিত্র, তখন ঘরের কোণে কুমারী নারীর লজ্জায় নিজেকে আড়াল করা প্রকৃত প্রেমিক পুরুষেরা অবহেলিত। 'বিবাহ কি নিছক কোনো সামাজিক বা নির্দিষ্ট স্বার্থ পূরণের সম্পর্ক? নাকি আল্লাহ তাআলা এই সম্পর্কের মাধ্যমে আরো বেশী কিছু বোঝাতে চান?' তা পাঠকের ভাবনার জন্য ছেড়ে দিলাম।

একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, যদি বৈবাহিক সম্পর্কের মাঝেই নারী/পুরুষের পূর্ণতার প্রকৃত সুখ আর প্রশান্তি লুকানো থাকে, তবে কেন আজ আমাদের ঘর থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবীতে নিজের প্রশান্তিকেই মানুষ তার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে? অমুসলিমদের সাথে সাথে আজ মুসলমানদের ঘরেও কেন বিচ্ছেদের বিষফোঁড়া?

এর উত্তর একটাই। শুধুমাত্র বিবাহের বন্ধনে দু'জন মানুষকে বেঁধে রাখলেই তারা সুখী হতে পারবে না। কেননা শুধুমাত্র সম্বন্ধ মানুষকে সুখী করতে পারে না, সুখ আসে সম্বন্ধের যথাযথ গুরুত্ব আর তার অধিকার প্রদানের মাধ্যমে।

অন্যান্য স্বাভাবিক বিষয়ের মতই বৈবাহিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্যে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে। তবে মানুষের তৈরী কোনো রীতি কখনো নিখুঁত হতে পারে না, যার কারণে তার কার্যকারিতাও অনেক স্বল্প।

তাই উপযুক্ত সমাধান হলো, বৈবাহিক সম্বন্ধ যখন 'সুখের সৃষ্টিকর্তার' নির্দেশিত বিধান অনুসারে পরিচালনা করা হবে, কেবল তখনই এই সম্পর্ক থেকে তার কাঙ্ক্ষিত সুখ এবং প্রশান্তি আহরণ সম্ভব হবে। এই বইয়ের ভেতরে বিবাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুখ আহরণের সেই বিধিনিষেধগুলোই তুলে ধরা হয়েছে। আলোচক ' উস্তাদ আলী হাম্মুদা' শরয়ি বিধিমালা থেকে বিবাহের প্রতি আমাদের উদাসীনতা কাটিয়ে প্রশান্তিময় দাম্পত্যের যুগোপযোগী কিছু সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। যার মধ্যে একজন নারী এবং পুরুষের জন্য বিবাহের পূর্বাবস্থা থেকে সন্তান প্রতিপালন পর্যন্ত প্রতিটা ধাপে করণীয় আর বর্জনীয় বিষয়গুলোর আদ্যোপান্ত বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের জীবনে দাম্পত্যের জন্য মহান আল্লাহ যেটুকু অংশ নির্ধারণ করেছেন, তাতে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আব্বু-আম্মুর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা, যারা নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে আমার জন্য দ্বীন পালন সহজ করে দিয়েছেন। আর 'পথিক প্রকাশন'-এর প্রিয় ইসমাইল ভাইয়ের শুকরিয়া, নানান সীমাবদ্ধতা আর অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি আমার উপরে বিশ্বাস রেখেছেন। তবুও অজ্ঞতাবশত কোনো ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ করছি।

আশা করছি, এর থেকে পাঠক বিবাহ বন্ধনের যথাযথ গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইহকাল পেরিয়ে অসীম জীবনের জন্য তার প্রশান্তির পরিপূরক এবং হৃদয়ের পূর্ণতাকে আগলে রাখার দৃঢ় প্রচেষ্টা শুরু করবেন। আল্লাহ সকলকে বুঝার তাওফিক দান করুক। আমিন।

-বায়েজীদ বোস্তামী

বিবাহের প্রকৃত অর্থ

একজন মুসলমান চিরস্থায়ী সুখী বাসস্থানের প্রত্যাশায় আল্লাহর নিকট ফিরে যাবার যে যাত্রা শুরু করেছে, এই পৃথিবীর সকল ঝড়-ঝাপটা, দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে সফলতার সাথে সেই গন্তব্যে পৌঁছতে তার তিনটি জরুরি উপকরণের প্রয়োজন। এই তিনটি উপকরণ ছাড়া তার পাথেয়গুলো অক্ষত রাখা এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে কী সেই উপকরণ? যার অভাবে এত দুঃখ সয়ে অতিক্রান্ত এই গোটা পথ মানুষের জন্য বৃথা হয়ে যায়?

ক. মানুষের চিরস্থায়ী সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপকরণের প্রথমটি হলো 'তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা।' অর্থাৎ তার সাথে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে অন্য কাউকে শরীক না করা।

খ. দ্বিতীয় উপকরণটিও একজন মুসলমানের চিরসুখী হওয়ার ক্ষেত্রে জরুরি। সেটি হলো—'ইত্তেবা বা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ।' অর্থাৎ নিজের জীবনকে তাঁর আদর্শ, তাঁর দেখানো পথ এবং তাঁর নির্দেশিত হুকুম-আহকাম অনুযায়ী পরিচালিত করা।

গ. আর একজন মুসলমানের যাত্রাপথের জন্য অপরিহার্য তৃতীয় বিষয়টি হলো, 'আত্মার পরিশুদ্ধতা।' কেননা একটা কলুষিত অন্তর মানুষের জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সবচাইতে বড় বিষয় হলো, অন্তরের অপরিশুদ্ধতা একজন মানুষকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যার ফলে তার জীবনের অতিক্রান্ত সমস্ত পথ ধূলিকণার মতো মূল্যহীন হয়ে যায়।

আর সুবহানাল্লাহ! সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আল্লাহর একত্ববাদ, রাসুলের আনুগত্য কিংবা আত্মার পরিশুদ্ধতা, স্পষ্টভাবে এই তিনটি উপাদানই নারী-পুরুষকে ইসলামি নীতিতে বৈধভাবে একত্র করা 'বিবাহের সম্পর্কের' মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

আমি এই বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের পূর্বে থেকেই একটু সতর্ক করে দিতে চাই। কেননা, এটা সাধারণ আলোচিত কোনো বিষয়ের মতো নয়; ইসলামে বিবাহ তোমার ধারণার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটা এমন এক সম্পর্ক, যা মানুষকে দুনিয়া এবং আখিরাতের জীবনের সফলতা এনে দিতে পারে। অথবা কোনো মানুষের জন্য দুর্দশা এবং পরকালের ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। তাই এ বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যথাযথ ধারণা থাকা উচিত।

আমাদের আখিরাতের সফলতায় উল্লিখিত তিনটি উপকরণ কিন্তু ইসলামের মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বিবাহের ভেতরে এগুলোর স্পষ্ট উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে আমরা এই সম্পর্কের গুরুত্বের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারব।

ক. বিবাহের সম্পর্কে তাওহিদের নিদর্শন

প্রশ্ন হতে পারে, কীভাবে আমরা তাওহিদকে বিবাহের সম্পর্কের ভেতরে প্রত্যক্ষ করতে পারি?

এর উত্তর হলো, আমরা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জানি, তিনি নিজের জন্য অন্য কারও প্রয়োজন বোধ করেনি। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তিনি একা থাকাকেই পছন্দ করেছেন।

আর একজন মানুষ যতই স্বাধীন হোক না কেন, শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী আর যত বড়ই সফলতা অর্জন করুক না কেন—সে কখনো একা বাঁচতে পারবে না। তার জীবনে এমন সময় অবশ্যই আসবে যখন সে বুঝতে পারবে, তার একার পক্ষে এই পৃথিবী থেকে পাথেয় জমিয়ে পরকালের যাত্রাপথে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তার জীবনের সমাপ্তি ঘটার আগে পৃথিবীর সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে, আখিরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে আর নিজের জন্য উত্তম আমল বেছে নিতে অবশ্যই তার একজন সঙ্গী বা স্বামী-স্ত্রীর সাহায্য প্রয়োজন হবে।

যদিও আজকে অনেক মানুষই নিজেকে শারীরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে। কেউ হয়তো দামি পোশাক আর ভালো খাবার খায়, কারও হয়তো শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি, কেউ আবার অর্থের প্রভাবে চাকচিক্যময় জীবন অতিবাহিত করছে, কিন্তু তাদের কেউই জীবনের এ যাত্রাপথে শুধু উত্তম শিক্ষা, শক্তি কিংবা সামর্থ্য নিয়ে একা চলতে পারে না। তাকে সঙ্গীর জন্য কোনো না কোনো সময়ে বিবাহের দিকে যেতেই হয়।

অনেকে আবার সামাজিক মাধ্যমের প্রোফাইলে নিজের জীবনচিত্র উত্তমরূপে প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেকে সুখী প্রমাণের চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে জীবনের সবকিছু উপভোগ করছে, সুখে আছে বলে মনে হলেও একটা সময়ে সেও নিজেকে নিয়ে অচল হয়ে পড়বে। কেননা সঙ্গীহীন সকল মানুষের অন্তরের সুখ অপূর্ণ থাকে। আর বিবাহ মূলত দুজন মানুষের হৃদয়ে পূর্ণতা দেয়, এর মাধ্যমে জীবনের সকল দুঃখ-দুর্দশায় তারা একে অপরের জন্য পরিপূরক হয় আর পরস্পরের অন্তরে সুখের পূর্ণতা এনে দেয়।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা তিনি আমাদের স্রষ্টা আর আমরা তাঁর সৃষ্টি। যদিও এখানে তাঁর সাথে কারও তুলনা করা হয়নি, বরং তাঁর একত্ববাদকে বিবাহের মাধ্যমে আবারও প্রমাণ করা হয়েছে। তিনি আসমান-জমিনের মধ্যকার সবকিছু একাই সৃষ্টি করেছেন, ইসলামকে এই পৃথিবীর জন্য একমাত্র আইন করেছেন, হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন, জান্নাতকে অপরূপ করে সাজিয়েছেন, জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।

এভাবেই তাঁর একত্ববাদকে আমরা বিবাহের সম্পর্কের মধ্যে লক্ষ করতে পারি। কেননা, এই সম্পর্ক আল্লাহর একত্ববাদকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবাহ আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, মানুষ মূলত একটা সৃষ্টি, আর সে কখনোই একা চলতে পারে না। আর তাদের সৃষ্টিকর্তা অনন্তকাল ধরে একাই সবকিছু পরিচালনা করছেন।

আল্লাহ তাআলা মানুষের সঙ্গীর ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে বলেছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.

> 'তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে বানিয়েছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে।'[১]

এটাই মানুষ! তাদের প্রশান্তি অন্য আরেকটা মানুষের মধ্যে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহর ক্ষেত্রে তিনি বলেন,

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.

---

[১] সুরা আল-আরাফ ৭:১৮৯।

> ‘আর নিশ্চয় আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ। তিনি কোনো সঙ্গিনী গ্রহণ করেননি এবং না কোনো সন্তান।’[২]

তিনি অন্য এক আয়াতে তাঁর একত্ববাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

> بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

> ‘তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা। কীভাবে তাঁর সন্তান হবে? অথচ তাঁর কোনো সঙ্গিনী নেই! আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।’[৩]

যখন থেকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তিনি এক। সকল সৃষ্টির আগের অসীম সময়েও মহান রাব্বুল আলামিন একা ছিলেন। তারপর তিনি পৃথিবীর বিকাশ ঘটিয়ে মনুষ্যকুলের মধ্য হতে তাঁর বার্তাবাহক বা নবি-রাসুলগণকে একাই বেছে নিয়েছেন। এরপর কিয়ামতের সূচনালগ্নে যখন ঈসরাফিল আলাইহিস সালাম-এর শিঙ্গার ফুৎকারে সমস্ত সৃষ্টির মৃত্যু হবে, তখনো তিনি একাই জীবিত থাকবেন। আর কিয়ামতের ময়দানে যখন তিনি পুনরায় সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন সমস্ত ক্ষমতা, রাগ আর ক্ষমার অধিকার তাঁর একারই থাকবে।

তাই তুমি যখন তোমার স্বামী-স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেবে তখন এই সম্পর্ক তোমাকে আল্লাহর একত্ববাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। তুমি বুঝতে পারবে, মানুষ আর তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে এটাই হলো মূল পার্থক্য। মানুষের একা চলার ক্ষমতা নেই, আর তাদের সৃষ্টিকর্তা অনন্তকাল ধরে অসীম ক্ষমতাসীন এবং তিনি একক।

খ. বিবাহের সম্পর্কে সুন্নাহর প্রতিফলন

তিনটি প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, ‘ইত্তিবা বা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। একজন মুসলমানের জন্য তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ ব্যতীত জান্নাতের সকল দরজা বন্ধ থাকবে। তিনি চলে গেছেন

[২] সুরা জ্বিন ৭২:৩।

[৩] সুরা আনআম ৬:১০১।

ঠিকই, কিন্তু এই উম্মতকে কোনো কিছু বলতে বাকি রাখেননি। কোন পথে গেলে জান্নাত লাভ করা যাবে এবং কোন পথের শেষে জাহান্নাম তা তিনি আমাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। জান্নাতের দরজা শুধু তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণের কারণেই মানুষের জন্য খোলা হবে; অথবা তাঁর সুন্নাহ ত্যাগ করার ফলে বন্ধ হয়ে যাবে। আর সবচাইতে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, এই দ্বিতীয় উপকরণটিও বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

বিবাহ সম্পর্কিত একটি হাদিসে আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> ‘তিনজনের একটি দল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর স্ত্রীদের বাড়িতে এল। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সব সময় সিয়াম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দেবো না। অপরজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কখনো বিয়ে করব না। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, তোমরা কি ওইসব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি সাওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি, নিদ্রা যাই এবং মেয়েদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।’[৪]

এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বিবাহ সুন্নাতের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। আর অবিবাহিত থাকা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ। যা মানুষের জাহান্নাম নিশ্চিত করে দিতে পারে।

---

[৪] সহিহুল বুখারি: ৫০৬৩; আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল: ১৩৫৩৪।

গ. বিবাহের সম্পর্কে আত্মার পরিশুদ্ধতা

আমাদের সকলের জন্য তৃতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণটি হলো, 'আত্মার পরিশুদ্ধতা'। কোনো মানুষই অপবিত্র অন্তর নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

কেননা সফলতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا.

'নিঃসন্দেহে সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।'[৫]

এই আয়াত সম্পর্কে খানিকটা ভাবনার বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কিন্তু এখানে বলেননি, 'সে-ই সফলকাম, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা শিখেছে।'

সফলতা শুধু পরিশুদ্ধতার জ্ঞান অধ্যয়ন করা, এ বিষয়ের বই পাঠ করা, হাদিস মুখস্থ কিংবা কুরআনুল কারিমের আয়াতের তাফসির পড়া নয়। এখানে আল্লাহ তাআলা বোঝাতে চেয়েছেন, পরিশুদ্ধতার জ্ঞান নয়; বরং নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ বা পবিত্র অবস্থায় রাখতে পারাই হচ্ছে প্রকৃত সফলতা। তাই আমাদের শুধু পবিত্রতার জ্ঞান অর্জন নয়, নিজের অন্তরকে পবিত্র করার চেষ্টা করতে হবে।

আত্মিক পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের অন্যত্র বলেছেন,

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে পরিশুদ্ধ অন্তরে।'[৬]

অর্থাৎ, আখিরাতের সেই কঠিন মুহূর্তে দুনিয়ার সম্পদ আর সন্তানের চাইতে অধিক মূল্যবান হবে অন্তরের পবিত্রতা। আর এই পরিশুদ্ধতা অর্জনের পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সুরা ত্বহার একটি আয়াতে বলেছেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ.

'স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা হলো যারা পরিশুদ্ধ হয় তাদের পুরস্কার।'[৭]

---

[৫] সুরা আশ শামস ৯১:৯।

[৬] সুরা আশ শুআরা ২৬: ৮৮-৮৯।

[৭] সুরা ত্বহা ২০:৭৬।

আর এই পরিশুদ্ধতার উপকরণটিও শরয়ি বিবাহের সম্পর্কের মধ্যে লক্ষ করা যায়। যেভাবে এই সম্পর্ক একজন নারী বা পুরুষকে তার চক্ষু অবনমিত রাখতে, লজ্জাস্থান-সতীত্ব হেফাজত করতে কিংবা একটা মানুষের অন্তরের শূন্যস্থান পূরণ করে, তাকে জীবনে অগ্রসর হতে সাহায্য করে, এর প্রত্যেকটা বিষয়ের সাথেই অন্তরের পরিশুদ্ধতা জড়িত। কেননা এ সম্পর্ক তাকে অবৈধ পন্থায় অন্তর কলুষিত করা থেকে বিরত রাখে।

এ বিষয়ে একটি হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

> ‘হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনতাকে দমন করবে।’[৮]

এভাবে বিবাহের সম্পর্কের ভেতর আমরা তাওহিদ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ এবং আত্মিক পরিশুদ্ধতাকে লক্ষ করতে পারি। আর এর সাথে আমাদের প্রত্যেকের জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থানের গন্তব্যে সফল হতে এই তিনটি মৌলিক উপকরণ অপরিহার্য।

অনেক সময় মানুষ যখন সামাজিক মাধ্যমগুলোতে বিবাহ সম্পর্কিত কোনো ছবি প্রত্যক্ষ করে, বিবাহের বিষয়ে কোনো বই তার সামনে আসে অথবা এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা শোনে, তারা বিবাহের বিষয়কে হাসি-তামাশায় উড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে ইসলামি জ্ঞান অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এ বিষয়কে অনেক বেশি তুচ্ছ মনে করে। তাদের নিকট এটা কোনো ভাববার বা বলবার বিষয় নয়। অন্যদের মতো তারাও মনে করে যে, বিবাহ একটা সামাজিক রীতি, যা নির্দিষ্ট সময় পর মানুষের জীবনের প্রয়োজনে বা সমাজ রক্ষার্থে ঘটে থাকে। সে উসুলুল হাদিস, উসুলুল ফিকহ, আরবি ভাষাজ্ঞান-সহ আরও গভীর বিষয় অধ্যয়ন করা অধিক পছন্দ করে। হ্যাঁ, তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তারা ভুলে যায় এই বিষয়গুলোর মতোই একটা গোটা উম্মতের চরিত্র রক্ষার্থে বিবাহের সম্পর্ক কতটা জরুরী।

বিবাহ মূলত এমন একটি বিষয় যার প্রভাব একজন জ্ঞানী বা মূর্খ, বিবাহিত বা অবিবাহিত, সুখী বা দুর্দশাগ্রস্ত পরিবার আর কম বয়সী থেকে শুরু করে একজন

[৮] আস সহিহ, ইমাম বুখারি: ৫০৬৬।

বৃদ্ধসহ সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। এই সম্পর্কে উন্নতি বা অবনতি একজন ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ এই গোটা উম্মতের উপর প্রভাব বিস্তার করার সামর্থ্য রাখে।

আমি একদিন আমার উস্তাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমার শায়েখ, এই উম্মতের উন্নতির ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা কী বলে আপনি মনে করেন?'

তিনি বললেন, 'ত্রিশ বছর শরয়ি বোর্ডে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি মনে করি বৈবাহিক সম্পর্কের অবনতি বা দাম্পত্যকলহ এই উম্মতের অবনতির মূল কারণ।'

১. বিবাহ নবি-রাসুলগণের আদর্শ

আমরা জানি, আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে যেসকল নবি-রাসুলগণকে পাঠিয়েছিলেন, দু-একজন ছাড়া তারা সকলেই বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করেছিলেন। আর তাদের মাধ্যমে আমাদের জন্য বিবাহকে অনুসরণীয় একটি আদর্শে পরিণত করেছেন।

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমেও বলেছেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.

> 'আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসুলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।'[৯]

সুতরাং বিবাহ শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গোটা মনুষ্যজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

২. বিবাহ যখন পরিচ্ছদ

বিবাহের বন্ধনকে আল্লাহ তাআলা এক প্রকার পোশাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর পোশাক একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়।

[৯] সুরা আর-রাদ ১৩:৩৮।

প্রশান্তির বাঁধন

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনুল কারিমে বিবাহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলেছেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

'তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ।'[১০]

আমি মনে করি, একজন মানুষ কখনোই বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর থেকে ভালো কোনো উদাহরণ দিতে সক্ষম নয়। তবে ভাববার বিষয় হলো, এখানে বিবাহ ও পোশাকের মধ্যে যোগসূত্র কী?

এ ক্ষেত্রে সামান্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন

ক. আমরা জানি, পোশাক মূলত এমন একটি বস্তু যা আমাদের শরীরের গোপন অঙ্গগুলো ঢেকে রাখে। আর একইভাবে বিবাহিত দম্পতিও তাদের পরস্পরের দোষত্রুটিগুলোকে ঢেকে রাখে। তারা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো কাউকে জানতে না দিয়ে চার দেয়ালের ভেতরেই সীমাবদ্ধ করে রাখে। একটা পোশাক যেভাবে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর পর্দা হয়ে থাকে, তেমনি তোমার সঙ্গীও তোমাদের গোপনীয়তা কখনো প্রকাশ করে না।

খ. এরপর একটা পোশাক মানুষের শরীরের যাবতীয় ত্রুটিগুলো ঢেকে রেখে তাকে বাইরের দিক থেকে সুন্দর করে তোলে। আর বিবাহের সম্পর্কতেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যতই সমস্যা থাকুক না কেন, বাইরের মানুষের কাছে তারা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতীয়মান হয়। নিজেদের ভুলগুলো নিজেরাই শুধরে নিয়ে তারা একে অপরের চরিত্র ও ঈমানের উন্নতি ঘটায়।

গ. একটা পোশাক কিন্তু আমাদের শরীরকে গ্রীষ্মের তীব্র তাপদাহ আর শীতের হিম বাতাস থেকে রক্ষা করে। আর বিবাহের সম্পর্ক মূলত এটাই করে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সর্বাবস্থায় আগলে রাখে। তারা আর্থিক, শারীরিক কিংবা মানসিক দিক থেকে একে অপরের জন্য সাহায্যকারী হয়ে যায়। নিজেদের নৈতিক চরিত্রের বিকাশে কিংবা আখিরাতের পাথেয় জমাতেও তারা একে অপরকে সাহায্য করে।

আল্লাহ্ এই সম্পর্কের ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেয়ার পরেও একজন ব্যক্তি কীভাবে তার সঙ্গীর শরীরে হাত তুলতে পারে? এটাই কি সেই পোশাকের সম্পর্ক, যার কথা মহান রাব্বুল আলামিন বলেছেন?

---

[১০] সুরা বাকারা ২:১৮৭।